দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...09 SEP 1988...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ৫ ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

এল,এল,বি পরীক্ষা পিছানো হোক

গত বছর ১৯৮৬ সালের এল,এল, বি প্রিলিমিনারী ও ফাইনাল পরীক্ষা অক্টোবরে শেষ হয় এবং বহুদিন পর এ বছরে জুলাই-এর দিকে পরীক্ষার ফল বের হয়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১০ ও ১১ই অক্টোবর যথাক্রমে প্রিলিমিনারী ও ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেন। এ ক্ষেত্রে আরও বলা যায় যে, অক্টোবর মাসে মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু হবে। এখনও পরীক্ষার্থী আছেন যারা আইন পরীক্ষা ও মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষা উভয়ই দেবেন। কিন্তু একই সঙ্গে দুই পরীক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। এছাড়া এবারে বাংলাদেশে বন্যায় ঘরবাড়ী প্লাবিত হওয়ায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে। এগুলো সুষ্ঠুভাবে কেটে উঠতে এবং পড়াশুনার পরিবেশ গঠন করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন।

তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন যে, আইনের উভয় পর্বের পরীক্ষা অক্টোবর হতে ডিসেম্বরে নিয়ে যাওয়া হোক, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এবং সকল প্রকার আইন পরীক্ষার্থীর পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

এম, এ জামান,
২৭, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা।

প্রসঙ্গ ঃ গণিত শিক্ষা ব্যবস্থা

গত ৩রা আগষ্ট, ১৯৮৮ ইং তারিখের 'সংবাদ' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে হাড়ি সাংগান উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রইচউদ্দিন আহম্মেদ, কোন এক পরীক্ষকের একটি অংকে ভুল নম্বর প্রদান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আমার জানামতে বোর্ডের পরীক্ষার খাতায় প্রতিবছর এভাবে ভুল নম্বর প্রদান করা হচ্ছে। একথা প্রকাশ করলে আমাদের হতে হয় বিরূপ সমালোচনার পাত্র। এছাড়া অনেক শিক্ষক ভুল নিয়মে অংকের সমস্যা সমাধান করছেন অহরহ। এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে লাখ লাখ শিক্ষার্থী তাদের অমূল্য শিক্ষা জীবনে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গণিত শিক্ষা ব্যবস্থা। তাছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও সৃষ্টি হচ্ছে ভয়াবহ দ্বন্দ্ব; যা সংক্রমিত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

মাধ্যমিক উচ্চতর গণিত ও সাধারণ গণিত বিষয় বেশ জটিল ও বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিষয়টি সম্বন্ধে ভয়ের উদ্রেক হয়। তারপর গ্রাম-গঞ্জের বিদ্যালয়গুলোতে অভিজ্ঞ গণিত শিক্ষকের অভাব। শহরের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-শিক্ষিকা (গণিত) থাকলেও অনেকে ভুল পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রচার মাধ্যম টিভিতে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে যে লোক গণিত পাঠদান করেন তার অংক পাঠদান এত ভুল ও নিম্নমানের তা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তাই শিক্ষামন্ত্রণালয়, টেকস্টবুক বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের কাছে আমার আকুল অনুরোধ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বাস্তবায়িত করুন।

১। প্রচুর উদাহরণসহ সঠিক নিয়ম তুলে ধরে গণিত পাঠদান নির্দেশিকা প্রকাশ করুন ও বিনামূল্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে প্রেরণ করুন।

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

২। প্রচুর উদাহরণসহ সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি তুলে ধরে পুস্তক প্রকাশ করুন ও বিনামূল্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রেরণ করুন।

৩। বাংলাদেশের মাধ্যমিক গণিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন।

সর্বশেষে, আশাকরি দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর গণিত শিক্ষা উন্নততর ও সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সদাশয় কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হবেন।

চিত্তরঞ্জন পাল,
সিনিয়র শিক্ষক,
খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।